ছোটদের ছড়ার সঞ্চয়ন

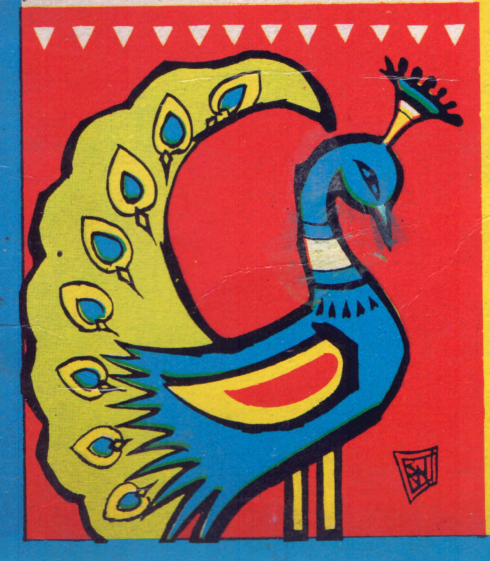

চোখের
দৃষ্টি
সাবধান

সূচি

★প্রাচীন ছড়া

আয় রে পাখি ৮
ফিং ফিঙেটি ৮
মাসীর বাড়ি ৮
হাট্টিমা টিম টিম ৯
আয় ঘুম আয় ৯
দুটি ভাই ৯
পুঁটু নাচে ১০
পরভু ১০
খোকা যাবে মাছ ধরতে ১০
খোকা ১১
উলু উলু ১১
মা বড় ধন ১১
নোটন নোটন পায়রাগুলি ১২
জুজুমানা ১২
খুকু গেছে জল আন্‌তে ১২
ঘুমপাড়ানি ১৩
চাঁদের কণা ১৩
কোড়াল ও কোড়ালী ১৩
আয় রে আয় টিয়ে ১৪
নাচন ১৪
কল্পতরু ১৪
ইচিং বিচিং ১৫
কুকুর বাজায় টুমটুমি ১৫
পাগলা ঘোড়া ১৫
হৈ রে বাবুই ১৬
খুকুমণির বিয়ে ১৬
মন কেমন করে ১৬
বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর ১৭
জামাই ১৭
খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি ১৭
আইকম ভাইকম ১৮
বকমামা ১৮
একানোড়ে ১৮
এক পয়সার তৈল ১৯
আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ১৯
দাদা গো দাদা ২০
কানকাটার মা ২০
শেয়াল ২০
ঘুম আয় রে ২১
খুকুমণির বে' ২১
ও পাড়াতে তিল গাছটি ২১
তাক্‌ডুমা ডুম্‌ ২২
আতা গাছে তোতাপাখি ২২
এক যে রাজা ২৩
বর্গী এল দেশে ২৩
বুড়ী ২৩
তালগাছ কাটম্‌ ২৪
খোকার শিকার ২৪
আয় আয় চাঁদা মামা ২৫
ছেলেটি তুড়ুক নাচে ২৫
কলা বাদুড়ের বে' ২৬
হাজার টাকার বৌ ২৬
খোকা ২৬
সোনা ২৭
মশার জ্বালা ২৭
শিব সদাগর ২৮
ইকড়ি মিকড়ি ২৮
পানকৌড়ি ২৯
খোকনের বিয়ে ২৯
কোলা ব্যাঙের ছা ৩০
আয় বিষ্টি হেনে ৩২
শ্যাম্‌লা ৩২
আয় রে আয় ৩৩
পুতুলের বিয়ে ৩৩
ডিম্‌-ডিমা-ডিম্‌ ৩৪
ঘুঘু সই ৩৪
ষোল কৈ ৩৫
কি ? ৩৬
যমুনাবতী ৩৬
আয় চাঁদ আয় না ৩৭
মেজো জামাই ৩৭
জামাই চোর ৩৮
চাক্কু গোটা ৩৮
আমার কথাটি ফুরুলো ৩৯

সূচি ★ আধুনিক ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘুম-পাড়ানী ... ৪১
দিন চলে যায় ... ৪১
জমিদার ৪২
ছড়া ২৫ ... ৪২

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ফড়িং বাবুর বিয়ে ... ৪৩
ময়ূর ... ৪৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষ্টি পড়ে ... ৪৫
বৌ চুরি ... ৪৫

সুকুমার রায়

আবোল তাবোল ... ৪৬
হযবরল ২৫ ৪৬

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পিয়ানোর গান ... ৪৭
কমলা-ফুলি ... ৪৭
দোপাটি ফুল ৪৭

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

চাঁদের হাট ... ৪৮

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণীর রান্না ... ৪৮

উমা দেবী

এল ঘুম ... ৪৯
বোকা খোকা ... ৪৯

গিরীন্দ্রশেখর বসু

উচ্চিংড়ের ছাঁ ... ৫০
কাঁকুড়শিঙে ... ৫০

সুনির্মল বসু

হীরামন ... ৫১
খোকন সোনা আয়রে ঘরে ... ৫১
ডাকছে দাদুর নাক ... ৫২
পুতুলের বে' ... ৫২

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঁটো ভাই, হাঁটো রে ... ৫৩

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নাচ ৫৩

কাজী নজরুল ইসলাম

খুকী ও কাঠবেড়ালী ... ৫৪

সুখলতা রাও

দিগ্ নগরের বুড়ী ... ৫৪

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

রাইচরণের খুড়ী ... ৫৫
ধিন্ তা ধিনা ধিন্ ... ৫৫

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইরা তারা ... ৫৬
ময়নার মা ময়নামতী ... ৫৬

জসীম্‌উদ্দীন

মাঙনের ছড়া ... ৫৭
পালের নাও ... ৫৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নাচন ... ৫৮

মৌমাছি

ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ মিষ্টি ছড়া ... ৫৯

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

লাল পিঁপড়ের গান ... ৬০

স্বপনবুড়ো

মা ষষ্ঠী ... ৬১

আশা দেবী

ছড়া ... ৬১

প্রভাত বসু

বাঘের গান ... ৬২
ছড়া ছড়া ছড়া ... ৬২

পথিক বসু

আমার ছড়া ... ৬২

Click Here For
More Books>

আয় রে পাখি

আয় রে পাখি লেজ ঝোলা,
খোকন নিয়ে করে খেলা।
খাবি-দাবি কলকলাবি
খোকাকে মোর ঘুম পাড়াবি ॥

ফিং ফিঙেটি

ফিং ফিঙেটি বাবুইহাটি
কোন্‌খানে তোর বাসা ?
আমার যাদুর বিয়ে হবে,
বউটি হবে খাসা !

মাসীর বাড়ি

তাই তাই তাই,
মাসীর বাড়ি যাই
মাসীর বাড়ি ভারী মজা
কিল চড় নাই।

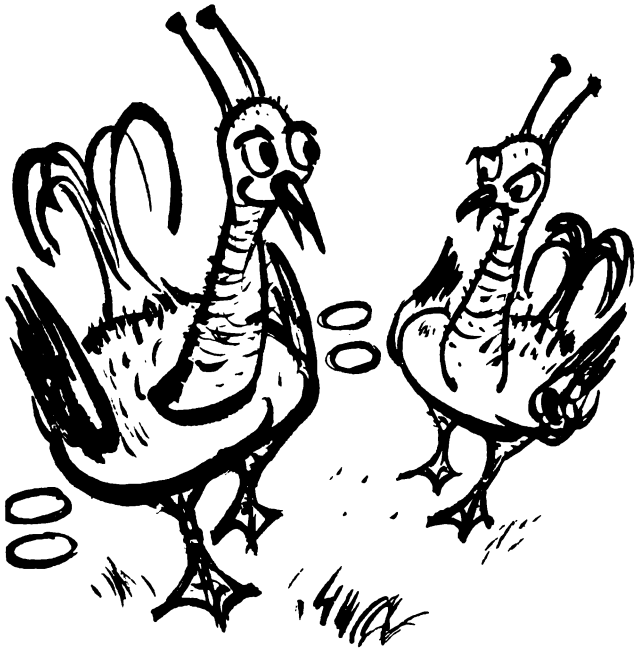

হাট্টিমা টিম টিম

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম ॥

আয় ঘুম আয়

আয় ঘুম আয়
বাগদি পাড়া দিয়ে,
বাগদিদের ছেলে ঘুমোয়
জাল মুড়ি দিয়ে ॥

দুটি ভাই

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই,
ঠাক্‌মা গেছেন গয়াকাশী
ডুগডুগি বাজাই।

পুঁটু নাচে

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে ?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কি করে ?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।

পরভু

ডালিম গাছে পরভু নাচে
তাক্‌ডুমাডুম্‌ বাদ্যি বাজে।
অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাবে গো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খুড়োর ঘর।
হেই খুড়ো, তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয় গো মায়ের বাড়ি ॥

খোকা যাবে মাছ ধরতে

খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে,
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে, পাখিটি
কোন্‌ বিলে চরে ?
খোকা বলে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে ॥

খোকা

ওখানে কে রে ? আমি খোকা।
মাথায় কি রে ? আমের ঝাঁকা।
খাসনে কেন ? দাঁতে পোকা।
বিলুস না কেন ? ওরে বাবা !

উলু উলু

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আসছে কত দূর ?
বর আসছে বামুন পাড়া
বড়ো বউ গো, রান্না চড়া।
ছোট বউ গো, জলকে যাও।
জলের ভেতর ন্যাকাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা।
ফুলের বরণ কড়ি,
নটে শাকের বড়ি ॥

মা বড় ধন

মাসী পিসি বনগাঁবাসী
বনের ভেতর ঘর,
কখনো মাসী বলে না তো
খইমোয়াটা ধর।
কিসের মাসী, কিসের পিসি,
কিসের বৃন্দাবন—
এতদিনে জান্‌লাম
মা বড় ধন।

নোটন নোটন পায়রাগুলি

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাত্‌লা ভেসে উঠেছে।
কে দেখেছে কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে—
উঃ—বড্ড লেগেছে!

জুজুমানা

সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা—
জুজুমানা ব'সে আছে সঙ্গে ছ'পণ মশা!
আসিস্ না রে জুজুমানা গোপাল ঘুমিয়েছে—
হুম্ হুম্ হুম্, গুম্ গুম্ গুম্, ডালে বসেছে!
হাতে ছোরা-ছুরি আছে গোপালের আমার,
আসিস্ যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার?

খুকু গেছে জল আন্‌তে

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূয্যি গেল পাটে–
খুকু গেছে জল আন্‌তে পদ্মদীঘির ঘাটে।
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল,
হাঁটুর নীচে দুল্‌ছে খুকুর গোছাভরা চুল।
বিষ্টি এলে ভিজ্‌বে সোনা, চুল শুকানো ভার—
জল আন্‌তে খুকুমণি যায় না যেন আর॥

ঘুমপাড়ানি

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসি মোদের বাড়ি এস,
খাট নাই পালঙ নাই চোখ পেতে বস।
বাটাভরা পান দেব গাল পুরে খাও,
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যাও ॥

চাঁদের কণা

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
রাত কেটেছে কত,
তাইতো সোনা চাঁদের কণা,
পেয়েছি মনের মত।
ধনকে নিয়ে বনকে যাবো
আর করব কি ?
চুপটি ক'রে ব'সে ধনের
মুখটি নিরখি ॥

কোড়াল ও কোড়ালী

কোড়াল বলে, কোড়ালী, এবার বড় বান,
উঁচু করে বাঁধো ভিটে, খুঁটে খাবো ধান।
ধান খাবো না, পান খাবো না, খাবো সরের নাড়ু,
দুই হাত ভরে দেব সুবর্ণের খাড়ু।
সুবর্ণের খাড়ু নারে এযে দেখি রাঙ্—
কোথা গিয়ে পাবো আমি পদ্মাবতীর গাঙ্।
পদ্মাবতীর গাঙ্ দিয়ে সাধুর নাও চলে,
আড়াই কুড়ি ডিম লয়ে কোড়াল ডাক ছাড়ে ॥

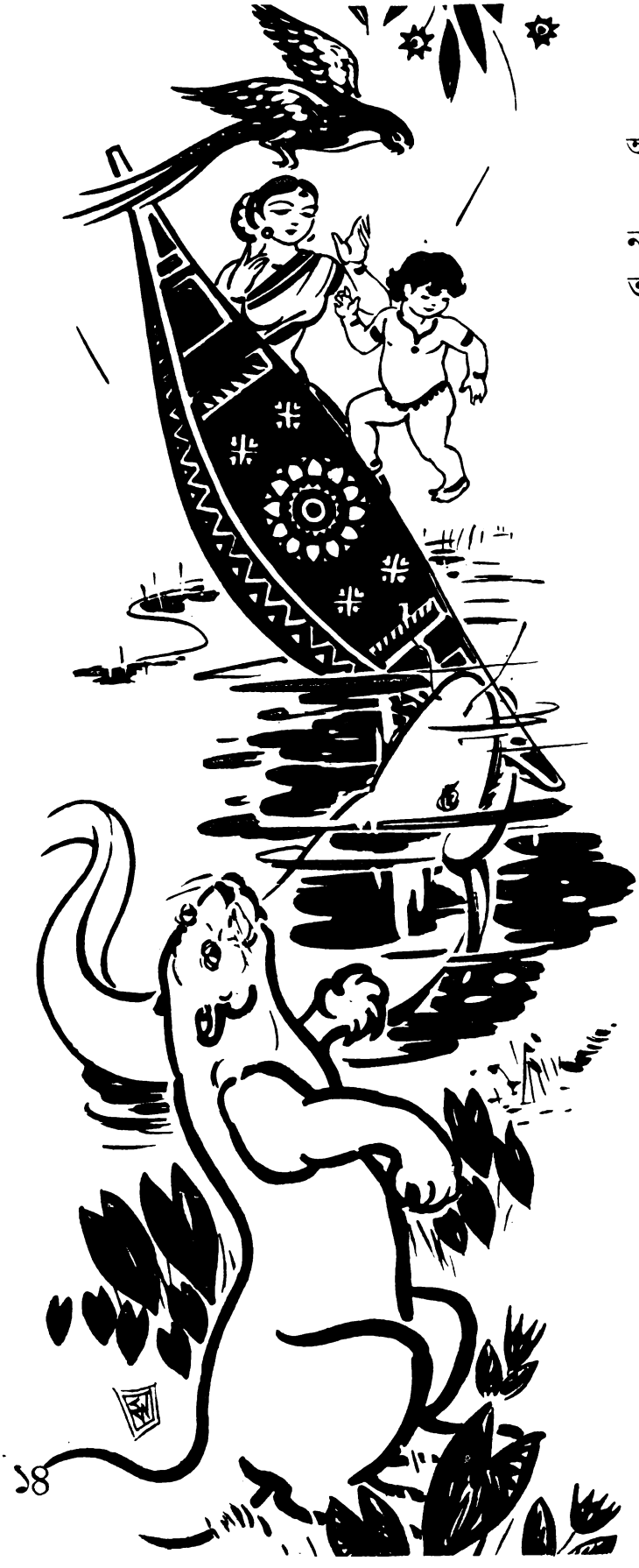

আয় রে আয় টিয়ে

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'—
খোকার নাচন দেখে যা ॥

নাচন

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খেলো চিনা,
ছাগলে খেলো ধান,
সোনার যাদুর জন্যে যেয়ে
নাচনা কিনে আন ॥

কল্পতরু

পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু
মেয়েটি যেন কল্পতরু !
মেয়ে হ'ব, ঘর নিকব,
পরবো পাটের শাড়ি—
খড়-খড়েতে চড়ে' যাব
জমিদারের বাড়ি ॥

ইচিং বিচিং

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং।
মাকড়েরা নড়ে চড়ে,
সাত কুমড়া ডিম পাড়ে।
এলের পাত বেলের পাত,
খল্‌সে মাছের চোকা,
উড়ে বসে পোকা ॥

কুকুর বাজায় টুমটুমি,

কুকুর বাজায় টুমটুমি,
বানর বাজায় ঢোল ;
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো,
ইঁদুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি,
চেয়ে দেখ না খোকনমণি !

পাগলা ঘোড়া

আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি, সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে
অল্ রাইট্ ভেরী গুড্
মেম খায় চা-বিস্কুট ॥

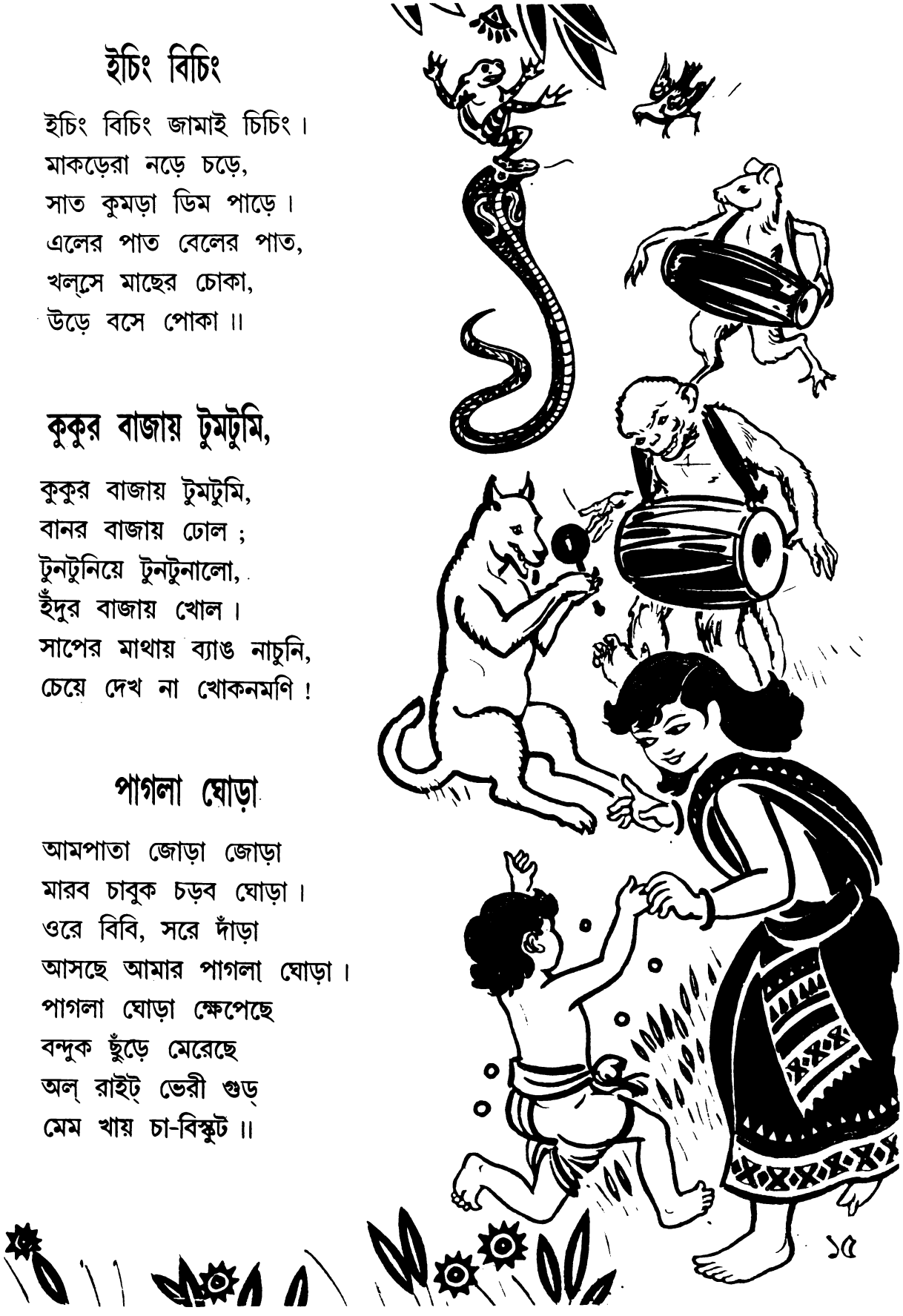

হৈ রে বাবুই

হৈ রে বাবুই, হৈ, রাঙা ধানের খই,
খোকামণির বিয়ে দেবো, পয়সা-কড়ি কই ?
ফলার হবে সরা সরা খই আর দই,
সারারাত খুঁজে মলাম্, গুড়-হাঁড়িটে কই ?

খুকুমণির বিয়ে

খুকুমণির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে।
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে।
রুইমাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে,
খুকুর মা তাই নিয়ে পেছন ফিরে বসে।
খুকুর দিদি কোণায় বসে আছে ;
কেউ দু'টি চাইলে বলে—
আর কি আমার আছে ?

মন কেমন করে

ও পারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে ;
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে !
এ মাসটা থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।
হাড় হ'ল ভাজা ভাজা, মাস হ'ল দড়ি
আয় রে আয় নদীর জল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥

বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর

বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান ॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান—
এক কন্যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ি যান।
বাপের বাড়ির তেল-সিঁদুর, মালীদের ফুল
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো—হাজার টাকা মূল ॥

জামাই

মা গো মা, তোমার জামাই এসেছে।
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে!
তেল মাখ্‌তে তেল দিয়েছি, ফেলে দিয়েছে—
আক কাট্‌তে ছুরি দিয়েছি, নাক্‌টি কেটেছে—
পা ধুইতে জল দিয়েছি, খেয়ে ফেলেছে—
বস্‌বে ব'লে পিঁড়ি দিয়েছি, শুয়ে পড়েছে ॥

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
আমকাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
শান-বাঁধান ঘাট দেব পথে জল খেতে।
ঝাড়লণ্ঠন জ্বেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে,
উড়কি ধানে মুড়কি দেব শাশুড়ী ভুলাতে ॥

আইকম ভাইকম

আইকম ভাইকম তাড়াতুড়ি।
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ি—
রেন কম ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম্।
বলে গেছেন ডাক্তারবাবু—
জলসাবু পাতিনেবু।
ইষ্টিসানের মিষ্টি কুল
শখের বাদাম গোলাপ ফুল।
রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম ॥

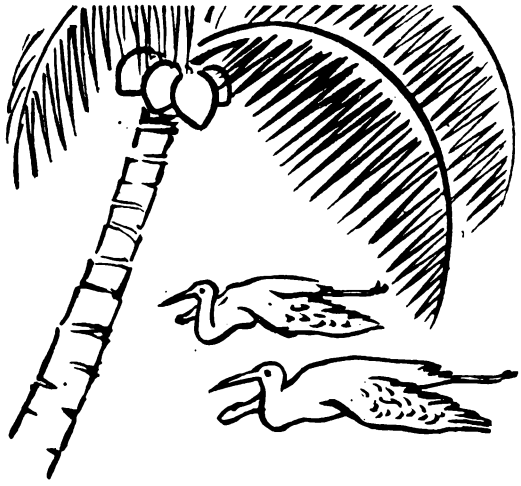

বকমামা

বকমামা, বকমামা,
ফুল দিয়ে যা,
নারকেল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যা ॥

একানোড়ে

এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তাল গাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মতো
পিঠখানা তার কুলোর মতো।
কান দুটো তার নোটা নোটা
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলির দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে।
গাছের ওপর চড়ে,
আর তুলে আছাড় মারে ॥

এক পয়সার তৈল

এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হইল ?
তোর দাড়ি মোর পায়,
আরো দিছি ছেলের গায় ।
ছেলে মেয়ের বিয়ে গেছে,
সাত রাত গান হয়েছে—
কোন অভাগী ঘরে এল
বাকি তেলটা ঢেলে নিল ।।

আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম

আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক মেঘর ঘাঘর বাজে ।
বাজাতে বাজাতে চল্‌ল ঢুলী—
ঢুলী গেল সেই কম্‌লাপুলি ।
কম্‌লাপুলি টেটা
সূয্যিমামার বেটা
হাড় মড়্‌-মড়্‌ কেলে জিরে
রসুন কুসুম পানের বিড়ে ।
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
ঝালের নাড়ু কিনে খাই ।
ঝালের নাড়ু বড় বিষ
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ ।।

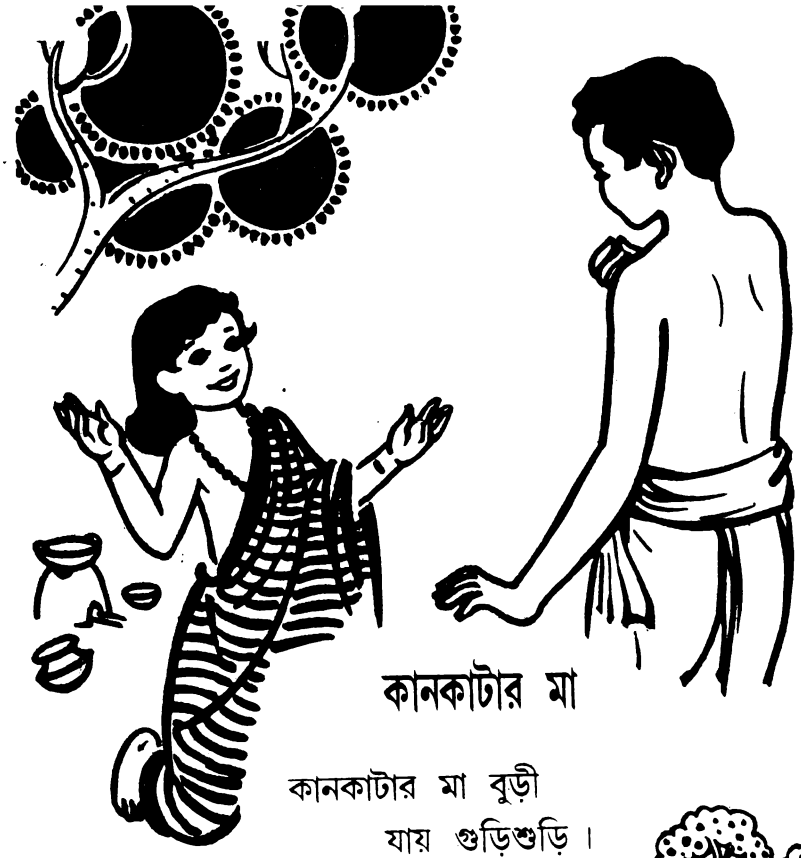

দাদা গো দাদা

দাদা গো দাদা,
শহরে যাও
তিন টাকা করে
মাইনে পাও।
দাদার গলায়
তুলসীমালা,
বউ বরণে
চন্দ্রকলা।
হেই দাদা, তোর
পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও
খেলা করি ॥

কানকাটার মা

কানকাটার মা বুড়ী
যায় গুড়িশুড়ি।
এক হাতে নুনের ভাঁড়
আর হাতে তার ছুরি ॥
কানকাটার মা আসিস না
বড় ছুরি শানাস না,
খুকুর দুয়ার মাড়াস না।
ঝিনুক বাটি ঝুনঝুনি,
খুকুর সই টুনটুনি ॥

শেয়াল

এক যে আছে শেয়াল,
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।
তার বাপের নাম রতা,
ফুরাল আমার কথা ॥

ঘুম আয় রে

ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দেবো ছানা ননী ;
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
সোনার যাদুমণি !
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দেবো মিঠাই খেতে—
খুকুর চোখে ঘুম আয় রে
সোনার পিঁড়ি পেতে !

খুকুমণির বে'

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
কদমতলায় কে ?
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে,
খুকুমণির বে' ॥

ও পাড়াতে তিল গাছটি

ও পাড়াতে তিল গাছটি,
তিল ঝুর ঝুর করে,
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী পিদিম জ্বালে ।
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকচ্ছেন,
বাপ আমার বুড়ো শিব
নৌকা সাজাচ্ছেন,
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন ।
ঐ আসছে প্যাখনা বিবি
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক,
ও দাদা, দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ ॥

তাক্ ডুমা ডুম্

তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !
বেগুন ক্ষেতে ফুট্‌ল কাঁটা—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
কাঁটা তুল্‌তে কাট্‌ল নাক—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
নাকুর বদলে নরুন পেলাম—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলাম—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
হাঁড়ির বদলে কনে পেলাম—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
কনে দিয়ে ঢোল পেয়েছি—
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
ডাগুম্ ডাগুম্ ডুম্ ডুমা ডুম্
ডুম ডুমা ডুম্ ডুম্ ।।

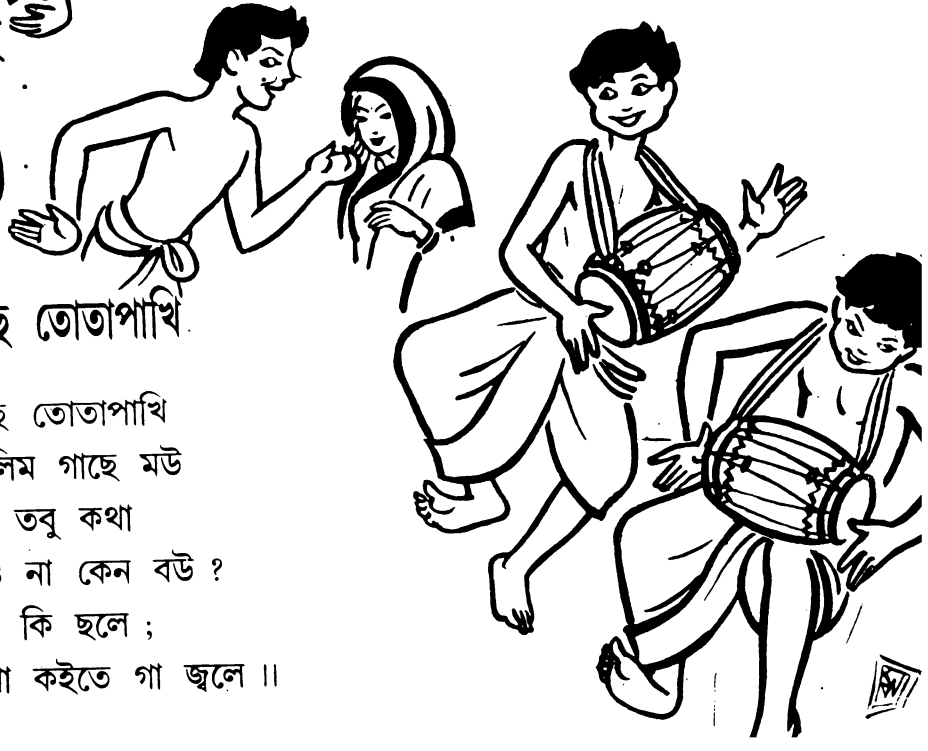

আতা গাছে তোতাপাখি

আতা গাছে তোতাপাখি
ডালিম গাছে মউ
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ ?
কথা কইব কি ছলে ;
কথা কইতে গা জ্বলে ।।

এক যে রাজা

এক যে রাজা
সে খায় খাজা,
তার যে রানী
সে খায় ফেনি,
তার যে ব্যাটা
সে খায় পাঁঠা,
তার যে বউ
সে খায় মউ,
তার যে ঝি
সে খায় ঘি,
তার যে চাকর
সে খায় পাঁপর,
আর দেয় ঘুম
তাল গাছ পড়ে দুম ॥

বর্গী এল দেশে

খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এল দেশে।
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে ?
ধান ফুরুল, পাল ফুরুল—
খাজনার উপায় কি ?
আর ক'টা দিন সবুর কর,
রসুন বুনেছি।

বুড়ী

একা বুড়ী দোকা বুড়ী,
তেকা বুড়ীর ছাও ;
খোকনমণি ঘুমায় না কো,
তাকে নিয়ে যাও

তালগাছ কাটম্

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্
গৌরী হেন ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর
আমি করবো কি।
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম
কানে মদন কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখে এলাম
বুড়ো চাপ দাড়ি।
চোখ খাওগো মা বাপ,
চোখ খাওগো খুড়ো,
এমন বরে বিয়ে দিলে
তামাক-খেগো বুড়ো।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে
বুড়ো মরে কেসে,
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো।
মরে রয়েছে,
ফেন গলাবার সময় বুড়ো
নেচে উঠেছে ॥

খোকার শিকার

খোকা যাবে শিকার করতে
দূর গাঁয়ের বনে,
লাল জুতা, লাল মোজা
দেছেন বাবা কিনে।
কি মারবে—কি মারবে
অতটুকু ছেলে ?
ব্যাঙ মারবে, ছুঁচো মারবে
সাম্‌নে ধরে দিলে ॥

আয় আয় চাঁদা মামা

আয় আয় চাঁদা মামা, টী দিয়ে যা !
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা !
মাছ কুটলে মুড়ো দেবো,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,
কালো গরুর দুধ দেবো,
দুধ খাবার বাটি দেবো—
সোনার থালে ভাত দেবো,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেবো—
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
সোনার কপালে আমার টী দিয়ে যা ॥

ছেলেটি তুড়ুক নাচে

হ্যাদে লো কল্‌মীলতা,
এতকাল ছিলি কোথা ?
এতকাল ছিলুম বনে ;
বনেতে বাগ্‌দী ম'ল
আমারে যেতে হ'ল।
তুমি নেও বংশী হাতে,
আমি নিই কল্‌সী কাঁখে ;
চল যাই রাজপথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক নাচে !

কলা বাদুড়ের বে'

আদুড় বাদুড় চাল্‌তা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে'—
টোপর মাথায় দে'।
দেখতে যাবে কে ?
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাটি দে' ॥

হাজার টাকার বউ

দাদাভাই, চালভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো,
হাজার টাকার বউ এনেছি
খাঁদা নাকের চূড়ো।
খাঁদা হোক্ বোঁচা হোক্
সব সইতে পারি,
ঝাম্‌টা কাটা মুখ নাড়াটা
ঐ জ্বালাতে মরি !

খোকা

খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচশ টাকার মল্‌মলি থান
সোনার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কালো ?
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করবো আলো !

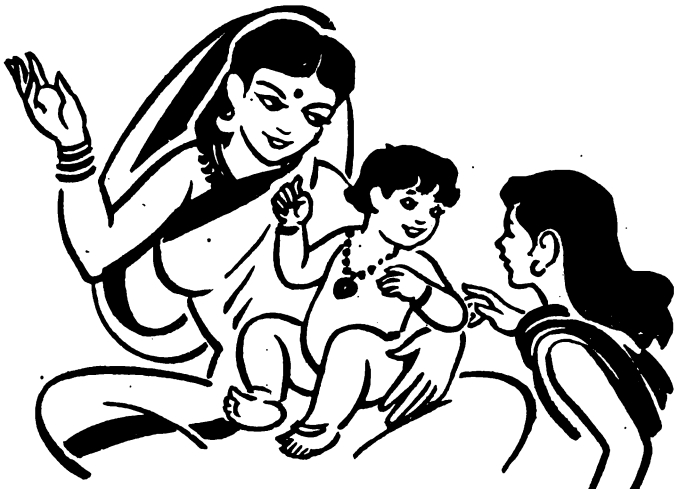

সোনা

খোকা আমাদের সোনা,
চার পুকুরের কোণা।
সেকরা ডেকে, মোহর কেটে
গড়িয়ে নেব দানা ;
তোমরা কেউ কোরো না মানা !

মশার জ্বালা

মশার জ্বালায় বাঁচিনে
মশা ভনভন করে,
মশার জ্বালায় গেলাম বনে
বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমির এল ছুটে,
কুমিরের ভয়ে গেলাম বাড়ি
দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে
ননদে মন্দ বলে,
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শাশুড়ী ওঠে জ্বলে।
রাগ কোরোনা শাশুড়ী গো,
আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও বল
দাঁড়াই কোথায় যেয়ে ?

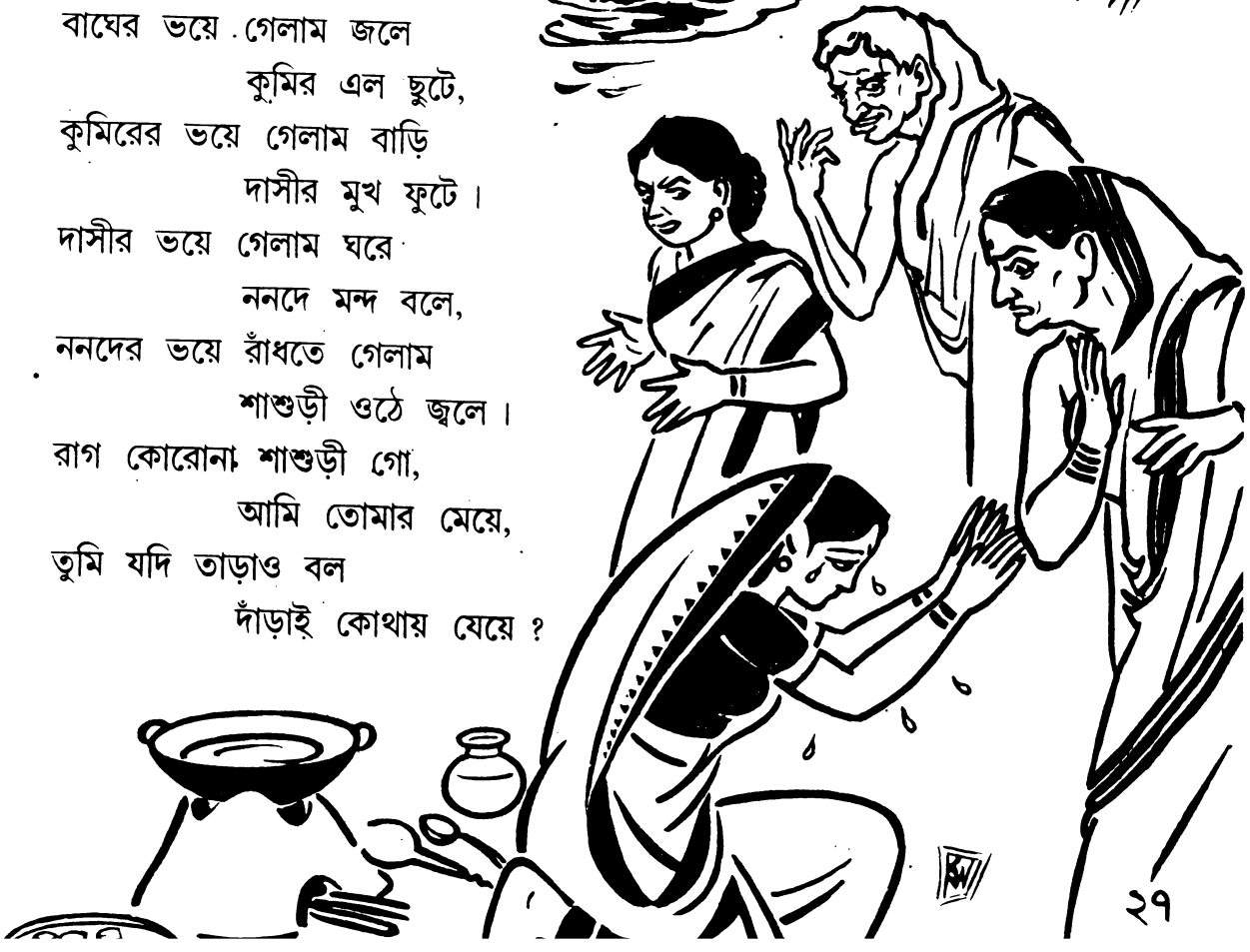

শিব সদাগর

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর ॥
শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ি বস্‌তে দিল পিঁড়ে ;
জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই—
মোটা মোটা সব্‌রি কলা কাগমারি দই ॥

ইকড়ি মিকড়ি

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামোদর।
দামোদর ছুতোরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়মড়—
দাদা দিলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে ব'সে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুরবেলা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা ॥

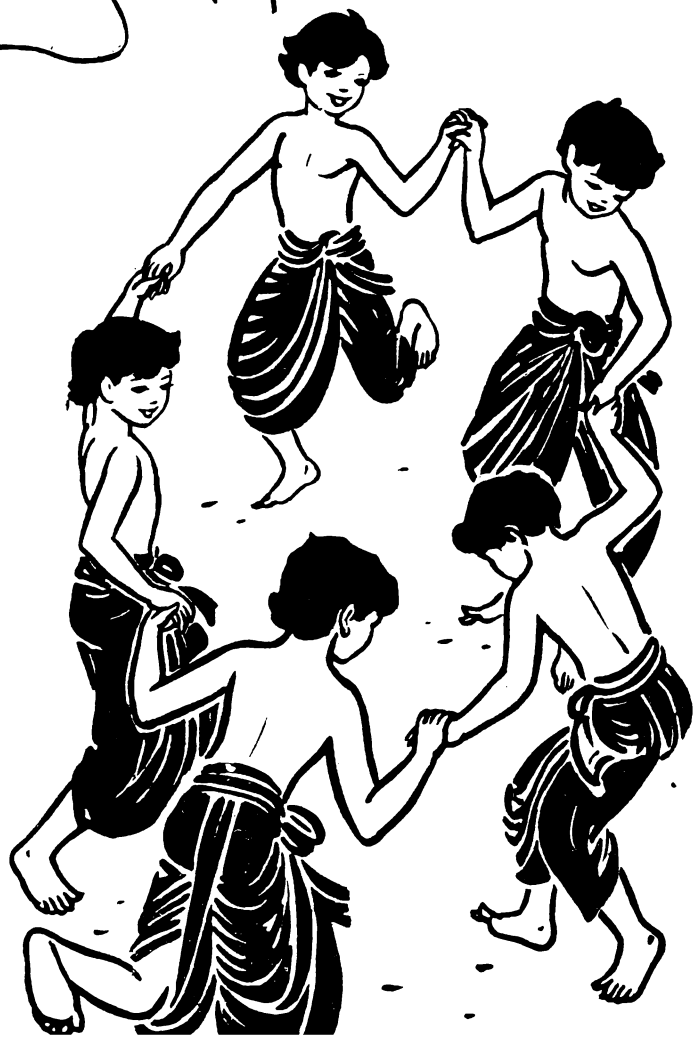

পানকৌড়ি

পানকৌড়ি, পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠো' গে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কুটো' গে।
ও বেগুনটা কুটো না, বীজ রেখেছে,
ও দুয়ারে যেও না, বধূ এসেছে।
আজ বধূর গায়ে হলুদ, কাল বধূর বিয়ে,
বধূকে যে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে গিয়ে, পেয়ে গেলুম মালা,
রাম শালিকের বাদ্যি বাজে, তুলারামের খেলা।

খোকনের বিয়ে

আজ খোকনের অধিবাস, কাল খোকনের বিয়ে,
খোকনকে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে।
দিঙ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে,
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে,
গলায় তাদের তক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে—
পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাত্‌লা মাছ ভেসে উঠেছে,
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে—
টিয়ের মা'র বিয়ে হ'ল লাল গামছা দিয়ে।
অশথ পাতা ধনে গৌরী বেটি কনে,
নকা বেটা বর—
ঢ্যাম্‌-কুড়্‌-কুড়্‌ বাদ্যি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর ॥

কোলা ব্যাঙের ছা

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা'।
খায় দায় গান গায় তাই রে নাই রে না ॥
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকড়া বাড়ি দিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।

একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা !
আজিডাঙ্গা কাজিডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ—চোদ্দ হাজার ঢালী।

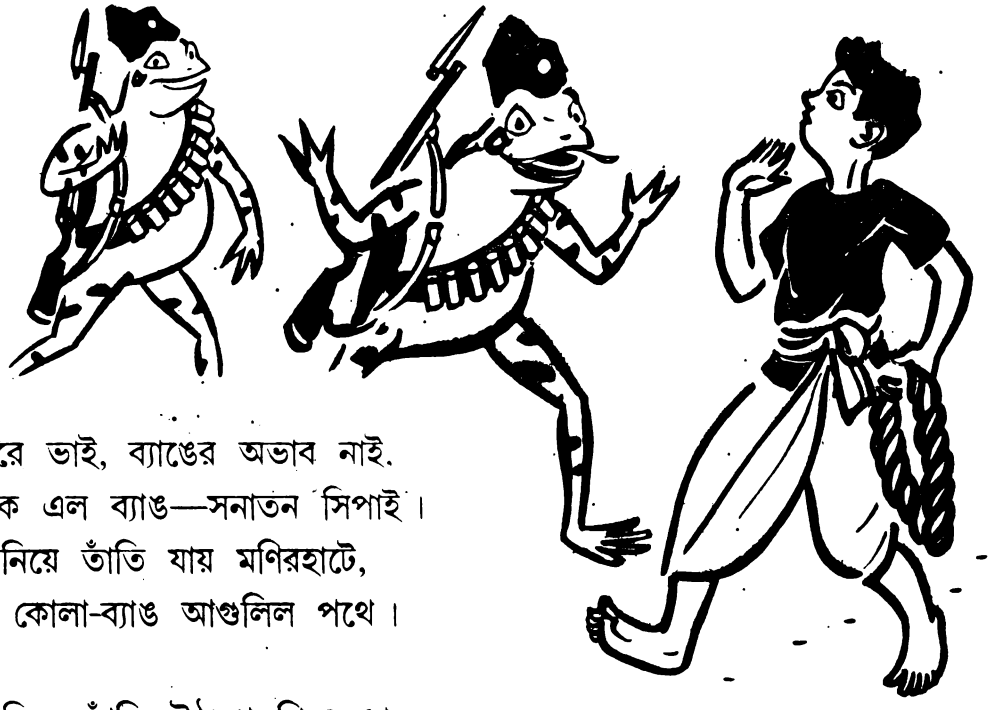

হুগ্‌লীর শহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই.
সেখান থেকে এল ব্যাঙ—সনাতন সিপাই।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণিরহাটে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ আগুলিল পথে।

সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি উঠ্‌লো গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি নাব্‌লো গিয়ে ভূঁয়ে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ মার্‌লো লাথি মুয়ে।

ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ দেখ পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁই-ফাঁই,
না মারো, না মারো মোর তাঁতিরে গোঁসাই।

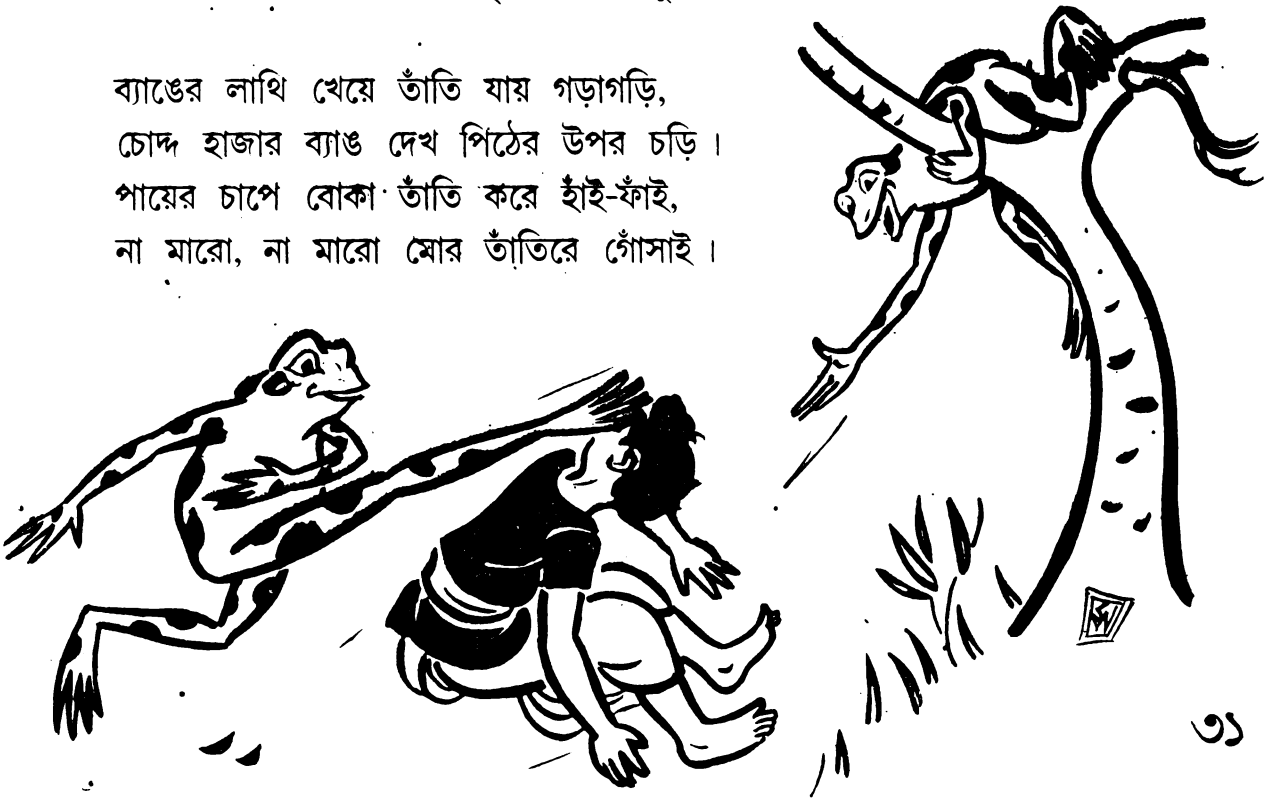

আয় বিষ্টি হেনে

আয় বিষ্টি হেনে, ছাগল দেবো মেনে।
ছাগ্‌লার মা বুড়ী কাঠ কুড়ুতে গেলি।
ছ'খানা কাপড় পেলি ছ' বউকে দিলি।
আপনি মরিস্ জাড়ে কলা গাছের আড়ে।
কলা পড়ে টুপ্-টাপ্ বুড়ী খায় গুপ্-গাপ্।

আয় রে বুড়ী কামার বাড়ি,
তোকে দেবো হাতা-বেড়ি।
আয় রে বুড়ী কুমোর বাড়ি,
তোকে দেবো হাঁড়ি-কুঁড়ি।
আয় রে বুড়ী ঢাকা,
তোকে দেবো টাকা।
আয় রে বুড়ী কল্‌কাতা,
তোকে দেবো ছেঁড়া কাঁথা।
আয় রে বুড়ী বদ্ধমান,
তোকে দেবো জলপান।
বদ্ধমানের রাঙা মাটি,
বুড়ীকে ধ'রে কচ ক'রে কাটি!

শ্যাম্‌লা

আঁটুল বাঁটুল শ্যাম্‌লা সাঁটুল, শ্যামলা গেল হাটে;
শ্যাম্‌লাদের মেয়ে দুটি পথে ব'সে কাঁদে।
আর কেঁদ না, আর কেঁদ না, ছোলা ভাজা দেবো;
আবার যদি কাঁদো, তবে ঝোলায় ভরে নেবো!

আয় রে আয়

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি, গুন্‌তে গুন্‌তে যাই।
বড় শাঁখাটি ছোট শাঁখাটি ঝমুর ঝমুর করে,
তিন কড়ায় খয়ের কিনে দুগ্‌গা হেন জ্বলে।
এ নদীর জলটুকু টলমল করে,
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে
রক্ত ফুটে পড়ে ॥

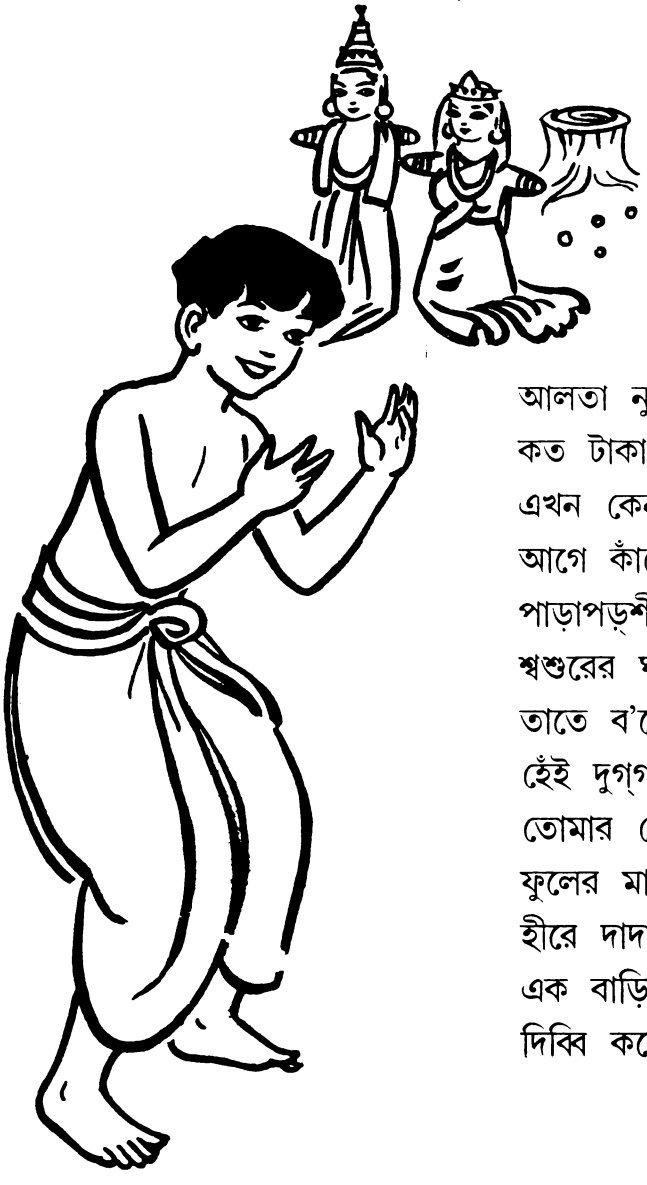

পুতুলের বিয়ে

আলতা নুড়ি, গাছের গুঁড়ি, জোর পুতুলের বিয়ে।
কত টাকা নিলে বাবা, দূরে দিলে বিয়ে!
এখন কেন কাঁদ্‌ছ বাবা, গামছা মুড়ি দিয়ে?
আগে কাঁদে মা বাবা, পিছে কাঁদে পর,
পাড়াপড়্‌শী নিয়ে গেল দূর শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরখানি বেতের ছাউনি,
তাতে ব'সে পান খান দুগ্‌গা ভবানী।
হেঁই দুগ্‌গা, হেঁই দুগ্‌গা, তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দিও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা রূপের ডালা, কোন্ সোহাগীর মউ,
হীরে দাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
এক বাড়িতে খাসা দই, এক বাড়িতে চিঁড়ে,
দিব্বি করে ভোজন কর, গোরখ্‌নাথের কিরে!

ডিম্-ডিমা-ডিম্

ডিম্-ডিমা-ডিম্, ডিম্-ডিমা-ডিম্,
কিসের বাদ্যি বাজে ?
চাঁদের বেটা লখিন্দর
বিয়ে করতে সাজে।
আগে যায় গাড়ি-ঘোড়া,
পিছে যায় হাতি—
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ
কাঁধে ধ'রে ছাতি ॥

ঘুঘু সই

ঘুঘু সই, বাসা কই ?
শিমুল গাছে।

গাছ কই ? ছুতোর নিয়েছে,
ছুতোর কই ? পিঁড়ি চাঁছে।
পিঁড়ি কই ? বউ বসেছে।
বউ কই ? জল্‌কে গেছে।
জল কই ? ডাউক খেয়েছে।
ডাউক কই ? বনে গেছে।
বন কই ? পুড়ে গেছে।
ছাইগুলি কই ? ধোপা নিয়েছে।
ধোপা কই ? হাটে গেছে।
হাট কই ? ভেঙ্গে গেছে।

ছোট তালগাছটা নড়ে চড়ে,
বড় তালগাছটা ঝড়ে পড়ে ॥

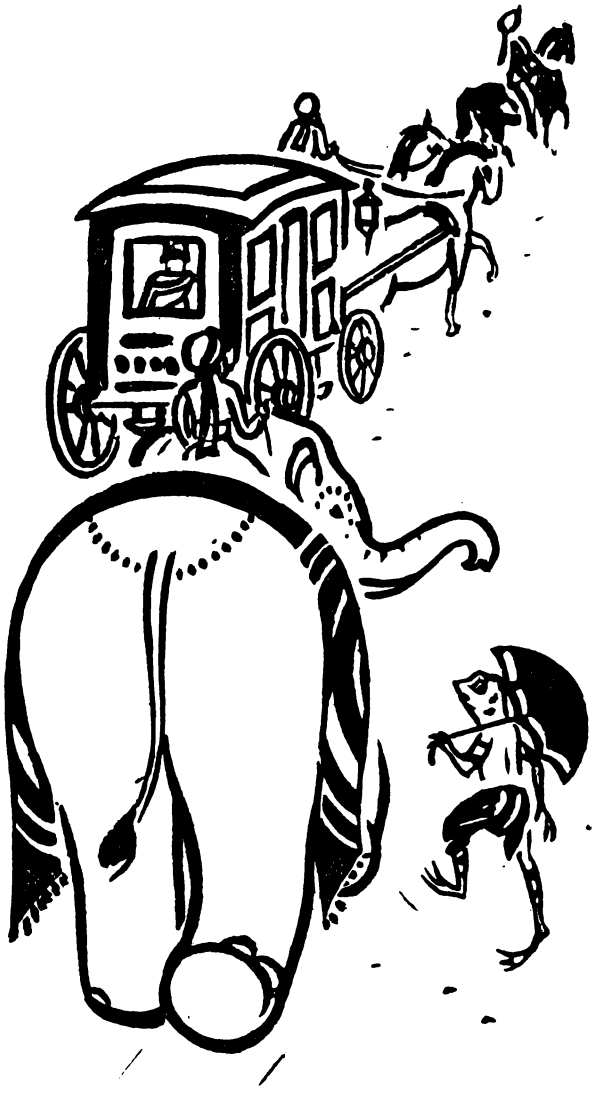

ষোল কই

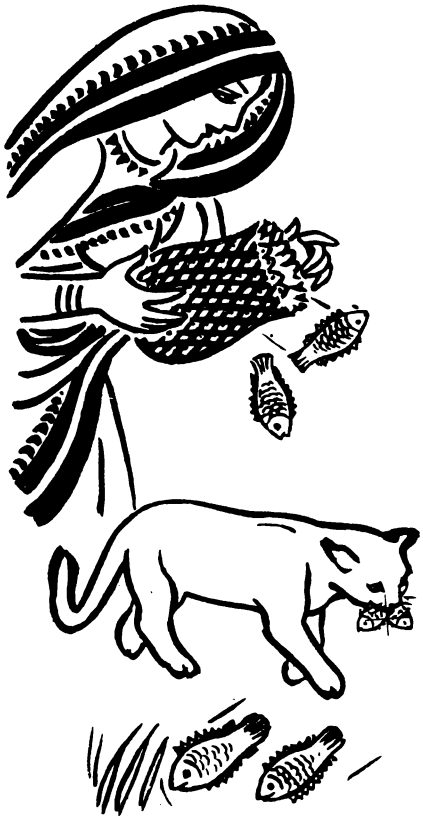

ষোল কই ষলুয়ে
দুটো গেল তার পালিয়ে।
তবুও তো থাকে চোদ্দ,
দুটো নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য।
তবুও তো থাকে বারো,
হারিয়ে গেল দুটো আরো।
তবুও তো থাকে দশ
দুটো দিয়ে কিনেছি রস।
তবুও তো থাকে আট,
দুটো দিয়ে কিনেছি কাঠ।
তবুও তো থাকে ছয়,
ঘরে আছে মেনি বিড়াল,
তার জন্য দুটো রয়।
তবুও তো থাকে চার,
জলে গেল দুটো তার।
তবুও তো থাকে দুই,
ঘরে আছে রোগা ছেলে,
তার জন্য একটা থুই।
তবুও তো থাকে এক,
চক্ষু খেয়ে পাতের দিকে চেয়ে দ্যাখ।
আমি যাই ভাল মানুষের ঝি,
তাই একে একে হিসাব দি
তুই যদি হোস ভাল মানুষের পো,
তবে কাঁটাখান খেয়ে, মাছখান আমার জন্য থো ॥

কি ?

দিদিলো দিদি, একটি কথা।
কি কথা ? ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ্ ? সরু ব্যাঙ্।
কি সরু ? বামন গরু।
কি বামন ? ভাট বামন।
কি ভাট ? গুয়া কাঠ।
কি গুয়া ? চিকি গুয়া।
কি চিকি ? সোনার চিকি।
কি সোনা ? ছাই সোনা।
তার অর্ধেক ভাগ নেনা।
ভাগ নিয়ে করবো কি ?
তোর ভাগ তোরে দি ॥

যমুনাবতী

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজি-ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্‌ঝুম্ সীতারামের খেলা।
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে—
আলো চাল খেতে দেব কোঁচড় ভরিয়ে।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হ'ল কাঠ ;
হেথায় তো জল নেই তিরপূর্ণির ঘাট।
তিরপূর্ণির ঘাটে রে ভাই, বালি ঝক্‌ঝক্ করে,
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে !

আয় চাঁদ আয় না

আয় চাঁদ আয় না,
গড়িয়ে দেব গয়না।
দুই হাতে বালা দেব, দুই কানে দুল দেব,
গলে দেব হার—
তোরে কত দেব আর!
ঘুঙুর দেব পায়, তুই খুকুর কাছে আয়।

মেজো জামাই

আলুর পাতা থালুরে ভাই,
ভেরেণ্ডা পাতার দই,
সকল জামাই খেয়ে গেল
মেজো জামাই কই?
ওই আস্‌ছে, ওই আসছে
মাঠ আলো ক'রে,
নেচে নেচে হেলে দুলে
ঢাকাই কাপড় প'রে।
কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম
কন্যে দিলাম দানে,
তবু জামাই ভাত খান না
কিসের অভিমানে?
নীলমণিরে ভাই,
গাড়ু ভ'রে জল দাও
প্রাণ ভ'রে খাই॥

জামাই চোর

চাপিলা চাপিলা ঘন ঘন কাশি,
নলের হুকায় রামের বাঁশী
একা নল পঞ্চদল,
কে রে যাবি কামারদল ?
কামারদলের ধুকধুকানি
খড়ের গাদায় হাঁটু পানি।
আপ্পন ঝাপ্পন কান্দিও ভোর
হা-বু-ডু-বু জামাই চোর ॥

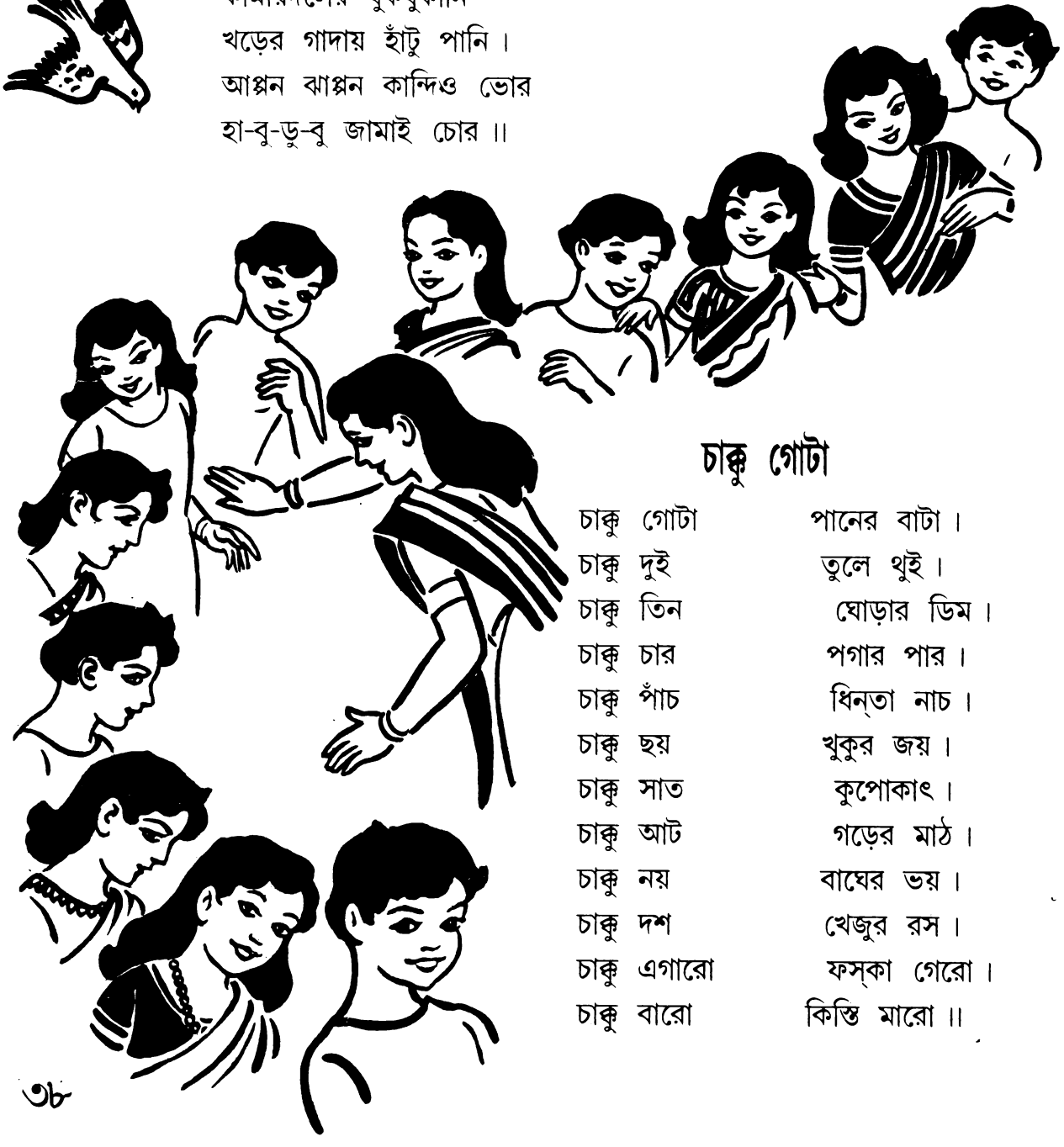

চাক্কু গোটা

চাক্কু গোটা পানের বাটা।
চাক্কু দুই তুলে থুই।
চাক্কু তিন ঘোড়ার ডিম।
চাক্কু চার পগার পার।
চাক্কু পাঁচ ধিন্‌তা নাচ।
চাক্কু ছয় খুকুর জয়।
চাক্কু সাত কুপোকাৎ।
চাক্কু আট গড়ের মাঠ।
চাক্কু নয় বাঘের ভয়।
চাক্কু দশ খেজুর রস।
চাক্কু এগারো ফস্‌কা গেরো।
চাক্কু বারো কিস্তি মারো ॥

আমার কথাটি ফুরলো

আমার কথাটি ফুরলো
নটে গাছটি মুড়লো।
কেন রে নটে মুড়ুলি ?
গরুতে কেন খায় !
কেন রে গরু খাস্ ?
রাখাল কেন চরায় না !
কেন রে রাখাল চরাস্ না ?
বউ কেন ভাত দেয় না !
কেন রে বউ ভাত দিস্ না ?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না !
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না ?
জল কেন হয় না !
কেন রে জল হ'স্ না ?
ব্যাঙ কেন ডাকে না !
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস্ না ?
সাপে কেন খায় !
কেন রে সাপ খাস ?
খাবার ধন খাব নি—
গুড়্গুড়ুতে যাব নি !!

ঈদ মুবারক

ঘুম-পাড়ানী

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব' তোরে
আঁচলটা তোর ভরে' ভরে',
আয় রে আয় রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর্,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখি রে, তুই কোস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিন চলে যায়

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানীর ছড়া,
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছের মউ,
হীরে দাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুর-পাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাট্‌নি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে—
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সংক্ষেপিত)

জমিদার

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে
পায়রা জমায় সভা বক্ বক্ বকমে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সংক্ষেপিত)

ছড়া

গল্‌দা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুট্‌ছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ-পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নী।
ফট্‌কে ছোঁড়া চট্‌কিয়ে খায়
সত্যপীরের সিন্নি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সংক্ষেপিত)

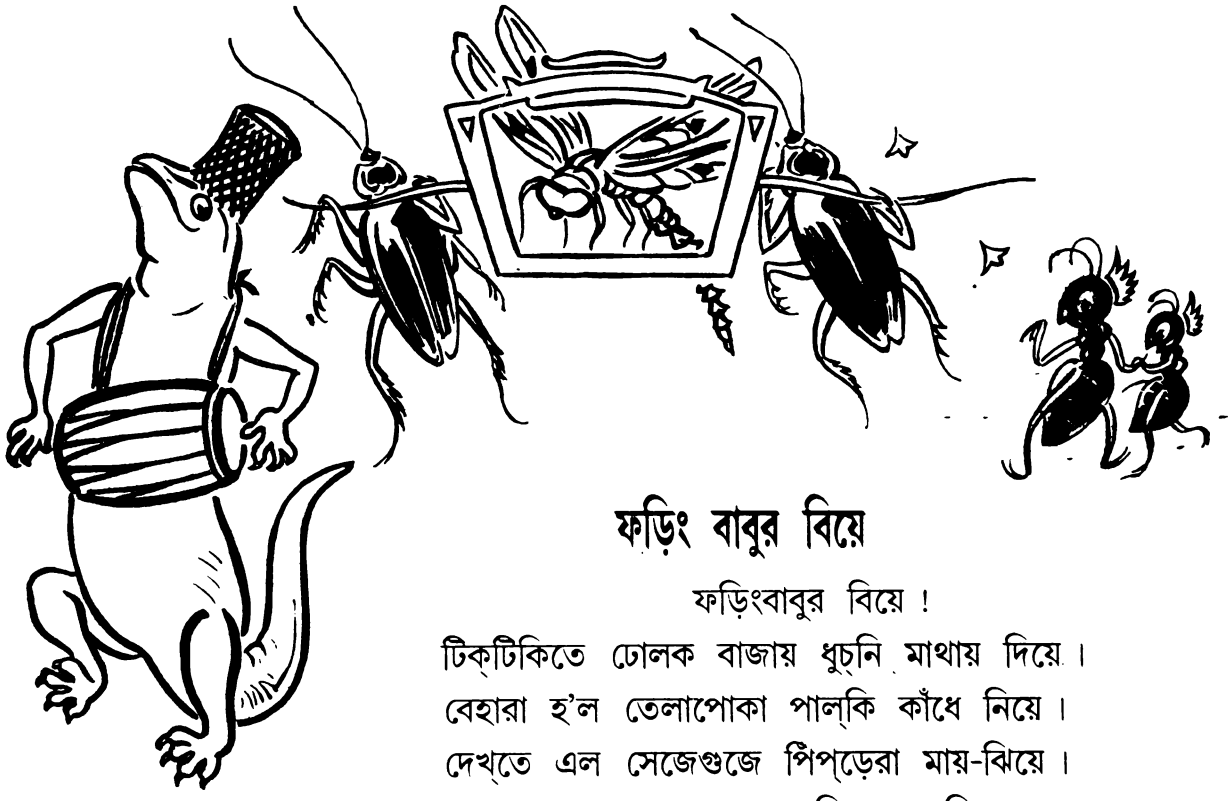

ফড়িং বাবুর বিয়ে

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
টিক্‌টিকিতে ঢোলক বাজায় ধুচ্‌নি মাথায় দিয়ে ।
বেহারা হ'ল তেলাপোকা পাল্‌কি কাঁধে নিয়ে ।
দেখ্‌তে এল সেজেগুজে পিঁপ্‌ড়েরা মায়-ঝিয়ে ।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে !

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
ঘাসের পাতা লুচি হ'ল ভাজা শিশির-ঘিয়ে,
দই-সন্দেশ তৈয়ার হ'ল মাটিতে জল দিয়ে,
ব্যাঙের ছাতার নীচে সবে খেতে বস্‌ল গিয়ে ।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে !

ফড়িংবাবুর বিয়ে !

টুনি নাচে টুপি এঁটে ; নেংটি ইঁদুর দামা পেটে,

হেলিয়ে দুলিয়ে !

আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে ।।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ময়ূর

আয় রে ময়ূর আয়—

পেখম ধ'রে নেচে নেচে

যাদুর কাছে আয় !

আস্‌তে যেতে ঘুঙুর বাজে

সোনার নুপূর পায় ।।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বিষ্টি পড়ে

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাজছে বাদল গামুর-গুমুর
ডাল চাল আর মক্কা-মসুর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে—
জলের সাথে নামে—
ঘরে ঘরে নামে—
টাপুর টুপুর গামুর-গুমুর
গামুর-গুমুর টাপুর টুপুর।
মেঘ লেগেছে কালা-ধলা
বইছে বাতাস জলা জলা
বরফগলা পাগলা ঝোরা
শুক্‌না ধুয়ে আসে
তিস্তা নদীর পাশে—
ঝাপুর ঝুপুর ছাপুর ছুপুর
ছাপুর ছুপুর ঝাপুর ঝুপুর।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বউ চুরি

সুরেশ্বরে মজা ভারি!
কাঠবেড়ালের বউ চুরি!
বুড়ো-আংলা মানুষ এলো,
দুটো বাচ্ছা দিয়ে গেলো।
মহান্ত ঠাকুর বড় দয়াল!
খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলে
বাচ্ছা-সমেত কাঠবেড়াল॥

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবোল তাবোল

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে ॥

—সুকুমার রায়

হযবরল

একের পিঠে দুই চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই গোলাপ চাঁপা যুঁই
ইলিশ মাগুর রুই হিঞ্চে পালং পুঁই
শান্-বাঁধানো ভূঁই গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই ?

—সুকুমার রায়

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল্
তার তুল্ কোন ফুল ?

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কম্‌লা-ফুলি

কম্‌লা-ফুলি, কম্‌লা-ফুলি ! কম্‌লা নেবুর ফুল !
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে হবে কানে মোতির দুল !
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে—
দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে !
কোথায় থাকো কম্‌লা-ফুলি ?—'সিলেট আমার ঘর'
টিয়ে বলে, 'দেখতে যাব, পাখায় দিয়ে ভর !'

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দোপাটি ফুল

ট্যাপা দোপাটি তুমি দোপাটি
তোফা খোঁপাটি, বাঃ !
বাঁকানো সুঁটি বিনুনি দুটি
না হয় ঝুঁটি—হা !
ও কি লাগালে টেবো দু'গালে ?
চাঁদা কপালে চি !
পীঁপি ধোরো না তুমি যে সোনা,
কথা শোনো না ? ছি !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চাঁদের হাট

নীল আকাশে সূয্যিমামা ঝলক দিয়েছে,
সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে।
পালিয়েছিল সোনার টিয়ে ফিরে' এসেছে—
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন হাস্‌তে লেগেছে।
হাস্‌তে লেগেছে রে খোকন নাচ্‌তে লেগেছে,
মায়ের কোলে চাঁদের হাট ভেঙে পড়েছে।

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

রানীর রান্না

ছি—ছি—ছি—ছি
রানী রাঁধতে শেখেনি।
জ্যেঠাইমাকে বলে, ঝোলে মসলা দেব কি ?
শুক্তনিতে ঝাল দিয়েছে, অম্বলেতে ঘি।
ছি—ছি—ছি—ছি
রানী রাঁধতে শেখেনি।
পরমান্ন রেঁধে বলে, ফেন ফেলব কি ?
ভোজবাড়িতে খোঁজ পড়েছে—এখন উপায় কি ?
ছি—ছি—ছি—ছি
রানী রাঁধতে শেখেনি।

—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এল ঘুম

এল ঘুম, এল ঘুম, এল ঘুম রে !
ঘুম বুড়ী গেল ঘরে মন গুম্‌রে ।
এল ঘুম, এল ঘুম, এল ঘুম রে !
ঝাঁ ঝাঁ করে রাত্তির নিঝ্‌ঝুম রে !
এল ঘুম, এল ঘুম, এল ঘুম রে !
নিশুতি পেঁচা ডাকে হুম্ হুম্ রে ।
এল ঘুম, এল ঘুম, এল ঘুম রে—
ঘুম-ভরা দুটি চোখে দিনু চুম্ রে !

—উমা দেবী

বোকা খোকা

আম খাবে না, জাম খাবে না,
তেঁতুল খাবে খোকা ।
ওরে যাদু, তুই যে দেখি
সর্বনেশে বোকা !
চায় না পুষি, চায় না পাখি,
বাঘের ছানা চায়—
যাদুর মত এমন বোকা
আর কে আছে হায় !

—উমা দেবী

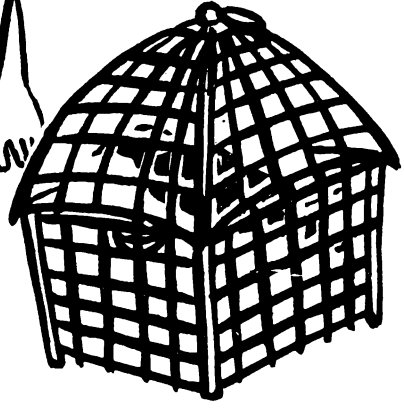

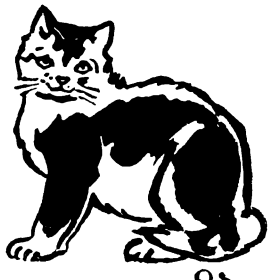

উচ্চিংড়ের ছা

উচ্চিংড়ের ছা
উচ্ছে খেও না—
উচ্ছে খেলে মুচ্ছো যাবে
সহ্য হবে না।

—গিরীন্দ্রশেখর বসু

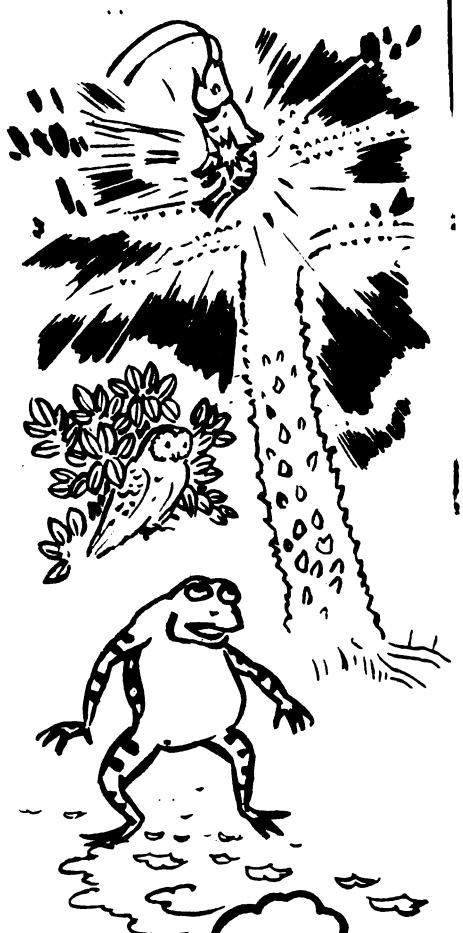

কাঁকুড়শিঙে

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী লঙ্কাদ্বীপের পার,
তেপান্তরের মাঠে নামে রাতের অন্ধকার,
তেপান্তরের মাঠের মাঝে বোম্বা শিমুল গাছ
আগ্‌ডালে তার বসে আছে কাঁকুড়শিঙে মাছ।
মাছের পেটে মাণিক জ্বলে, হাজার বাতির আলো,
সারা মাঠটি আঁধার ঘেরা ঘুট্‌ঘুট্টে কালো ;
যায় না দেখা গাছের পাতা, যায় না দেখা মাটি,
জলের ধারে কোলা ব্যাঙ চল্‌ছে হাঁটি হাঁটি।
আকাশ পানে চোখ দুটো তার, পাতাল পানে হাঁ,
আসশেওড়ার ঝোপের মাঝে হুতুমথুমোর ছাঁ।
ঘুমের ঘোরে দেয়ালা ক'রে কাঁকুড়শিঙে হাসে,
হাজার বাতি উঠ্‌ল জ্বলে মাঠের চারি পাশে।

গিরীন্দ্রশেখর বসু
(সংক্ষেপিত)

হীরামন

হীরামন তোতা রে
বাস তোর কোথা রে ?
আয় পাখি ছুটিয়া
ধান খা'রে খুঁটিয়া ;
খেয়ে দেয়ে এ বাড়ি
দূর দেশে দে পাড়ি,
নেড়ে তোর ডানা রে—
ভিন্ দেশে যা না রে ;
উড়ে যারে হাঁকিয়ে
খোকা রবে তাকিয়ে।

—সুনির্মল বসু

খোকন সোনা আয়রে ঘরে

সাঁঝের পিদিম নড়ে চড়ে,
খোকন সোনা, আয়রে ঘরে।
পথ দেখাতে আঁধার রাতে—
জোনাক মেয়ে পিদিম ধরে।
বকুল গাছে কোকিল ডাকে,
মনটি আমার আকুল করে ;
পিসির হাতে দুধে ভাত
না খেলে তোর পেট না ভরে—
খোকন সোনা, আয়রে ঘরে।

—সুনির্মল বসু

ডাকছে দাদুর নাক

গড়্ গড়্—গুড়্ গুড়্
বাস কী মেঘের সুর।
নয়কো মেঘের ডাক
ডাক্‌ছে দাদুর নাক।

—সুনির্মল বসু

পুতুলের বে'

পাথরকুচি গাছের তলে
থোকায় থোকায় জোনাক্ জ্বলে,
ঝিঁঝি পোকার ঝাঁঝর বাজে,
চাঁদ উঠেছে নিঝুম্ সাঁঝে।
খুকুর কড়ির ঝাপি থেকে
মাটির পুতুল একে একে
বেরিয়ে এসে নাচছে খালি,
গুব্‌রে পোকা দিচ্ছে তালি।
তাই না দেখে গাছের কাছে
চক্ষু ওঠে চড়ক গাছে।
গালেতে হাত ভাবছে খুকু,
শেষ হোলো তার আমোদটুকু ;
কাল পুতুলের খেলাঘরে
বে' দেবে হায়, কেমন ক'রে ?

—সুনির্মল বসু

হাঁটো ভাই, হাঁটো রে

হাঁটো ভাই, হাঁটো রে, যেতে হবে নাটোরে—
খাটো ক'রে কাটো চুল, দাড়ি-গোঁফ ছাঁটো রে।
সে দেশেতে কানে নাকি পায় সবে শুন্‌তে!
ঢাকী নাকি ডাকে নাকো ধুতিশাড়ি বুন্‌তে।
লোক বড় ধড়িবাজ, কড়িকাঠ খায় না!
বড়ি দিতে ছাদে যায়, পুকুরেতে যায় না!
সে দেশেতে ভাত খেয়ে চায় সবে আঁচাতে!
গোয়ালেতে গরু রাখে, পাখি রাখে খাঁচাতে।
নুন দেয় ব্যান্নে, চুন দেয় দেয়ালে!
সে দেশেতে গাড়ি নাকি টানে নাকো শেয়ালে!

—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাচ

ফড়িং নাচে, ইঁদুর নাচে, নেংটি নাচে জোরে,
শালিক নাচে, ছাতার নাচে, টিয়ার পালক ধ'রে।
নেউল নাচে, সাপও নাচে, নাচ্‌ছে কাকের ছা—
তাই দেখে না নাচ্‌তে এল খেঁকশিয়ালীর মা।
খেঁকশিয়ালীর জড়িয়ে গলা শালিক নাচে ধেই,
নেংটি ভায়ার লেজটি ধ'রে ছাগল নাচে হেঁই।
গোবর-ডাঙ্গায় মাঠের উপর গোবর ছিল খুব;
তার উপরে উঠে সবাই নাচ্‌ছে ধাপুর ধুপ্।
এমন মজার নাচন কোথায় কে বা দেখেছে?
নাচের দাপে ভুবন কাঁপে—তাক্ লেগে গেছে।

—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
(সংক্ষেপিত)

খুকী ও কাঠবেড়ালী

কাঠবেড়ালী ! কাঠবেড়ালী ! পেয়ারা তুমি খাও ?
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবি নেবু ? লাউ ?
বেড়াল-বাচ্চা ? কুকুরছানা ? তাও ?
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক !
বাতাবি নেবু সকলগুলো একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো !
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও ?
ছোঁচা তুমি ! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার ! যাও !

—কাজী নজরুল ইসলাম
(সংক্ষেপিত)

দিগ্‌নগরের বুড়ী

দিগ্‌নগরের বুড়ী এল,
তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে ;
একটি সেঁকে, একটি বাড়ে,
একটি ভাল রান্না করে,
মিহি সূতো কাটতে পারে,
ঘরের কাজও করতে পারে ;
ও গিন্নী মা, কিনবে নাকি
একটি মেয়ে, আদর করে ?

—সুখলতা রাও

রাইচরণের খুড়ী

রাইচরণের খুড়ী—
ষাট বছরের বুড়ী।
আমড়াতলায় বসে' চিবায়
ফুটকড়াই আর মুড়ি।
ফোক্‌লা দাঁতে হেসেই খুন
গায় দিলে সুড়সুড়ি ॥

—কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

ধিন্ তা ধিনা ধিন্

ধিন্‌তা ধিনা ধিন্—
ব্যাঙ নাচে সাত দিন।
টিক্‌টিকি দেয় লাফ,
নেউল মেরেছে সাপ।
ময়ূর বলে ঘাড় নেড়ে,
ভাগ দে রে, মোর ভাগ দে রে।
গুড়ুম গুড়ুম মেঘ ডাকে,
ঝিলিক হানে তার ফাঁকে।
ভাগ-বাটারা যায় ভুলে,
সবাই নাচে ল্যাজ তুলে।

—কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

ইরা তারা

ইরা ইরা ইরানী
রাঙা মাথায় চিরুনি।
ইরা যাবে তেহারান
ওরা ভেবে হয়রান।
পথ গেল হারিয়ে
গাড়ি গেল ছাড়িয়ে
এলেতোড় বেলেতোড়
মেলেতোড়
পৌঁছল বেলেতোড়।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

ময়নার মা ময়নামতী

ময়নার মা ময়নামতী,
ময়না তোমার কই ?
ময়না গেছে কুটুম বাড়ি
গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভুতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিনে বলে, শুতুম।
ময়না গেছে কুটুম বাড়ি
আনতে গেছে কী ?
চোখগুলো তার ছানাবড়া
চৌকিদারের ঝি।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

মাঙনের ছড়া

শিকে নড়ে, শিকে নড়ে,
তার উপরে পায়রা উড়ে।
আয় পায়রা, নাম্ এসে
লাফা বেগুনটা ধর্ হেসে।
লাফা বেগুন না দুটো মুলো,
ধান বের কর কুলো কুলো।
যে দিবে কুলোর আগে
তারে খাবে জংলা বাঘে।
যে দিবে ভরা কাঠা,
তার হবে সাত বেটা।
সাত বেটা আঠার নাতি,
বুড়োর কাঁধে ধবল ছাতি।
ধবল ছাতি আন রে
সোনা বান্ধা থাম রে।
সোনার না রূপার বালা,
ঘরখানা বড় দেখ্‌তে ভালা।
ঘরখানা বড় আঁটুনি,
গিন্নী বড় কাটুনী।
কেন গিন্নী বিরস মন,
আমায় দেবে কত ধন?
দাও ধন চলিয়া যাই,
আর বাড়ি ত পেতে চাই।
আর বাড়ি মথুরাপুর
আসতে যেতে সমুদ্দুর।

—জসীমউদ্দীন

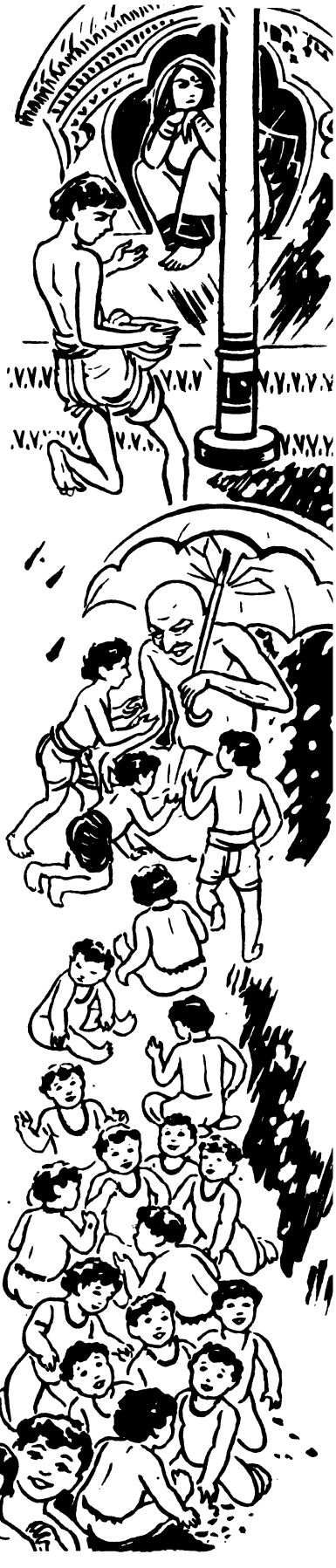

পালের নাও

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোট বোন্‌টি তারে নিয়ে যাও।
কপিল-সারি গাইয়ের দুধ যেয়ো পান করে,
কৌটা ভরি সিঁদুর দেব কপালটি ভরে।
গুয়ার গায়ে ফুলচন্দন দেব ঘষে ঘষে,
মামাবাড়ির বল্‌ব কথা—শুনো বসে বসে।

—জসীমউদ্দীন
(সংক্ষেপিত)

নাচন

এবার নাচন হল শুরু, নাচছে জোড়া জোড়া
সিংহ নাচে, শেয়াল নাচে, নাচে মহিষ ঘোড়া।
থাবায় থাবা ধরে নাচে, মিলিয়ে খুরে খুর
ধিনিক্ ধিনিক্ তাথৈ থৈ আহ্লাদে ভরপুর।
নেচে নেচে হাঁপিয়ে ওঠে, সবাই একটু কাবু
বিশেষ ক'রে হাঁপান হাতিবাবু।
তবু নাচের নেই কামাই
নাচ চলেছে যেদিকে চাই।
প্রজাপতির পাখার নাচে মশারা মশ্‌গুল
খরগোশ আর ফড়িং কে কার ধরে ভুল!
কাঁকড়া কুঁচে ইলিশ নেচে সাগর ফেলে চষে
একা একা মোচাচিংড়ি সানাই বাজায় বসে।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ মিষ্টি ছড়া

(১)

টুল্ টুল্ টুলটি
নীল কাগজের ফুলটি
ঘেরা টোপে ঝুলছে
খুকু কেঁদে ফুলছে।
দে খুকুকে চুষিকাঠি
আমরা চুষি আমের আঁটি,
আমের আঁটি দ্যালে ঘঁষে—
ভেঁপু বাজাই জোরসে ক'ষে।

—মৌমাছি

(২)

পাঁচ পোয়ালী পেঁচার মা
কচি কাঁচা পাঁচটি ছা'
পাঁচটি ছা'য়ের পাঁচটি পা
পাঁচটি পায়েই পাঁচড়া ঘা।
পাঁচড়া ঘায়ে হলুদ নিম
কাগের বাসায় বগের ডিম।

—মৌমাছি

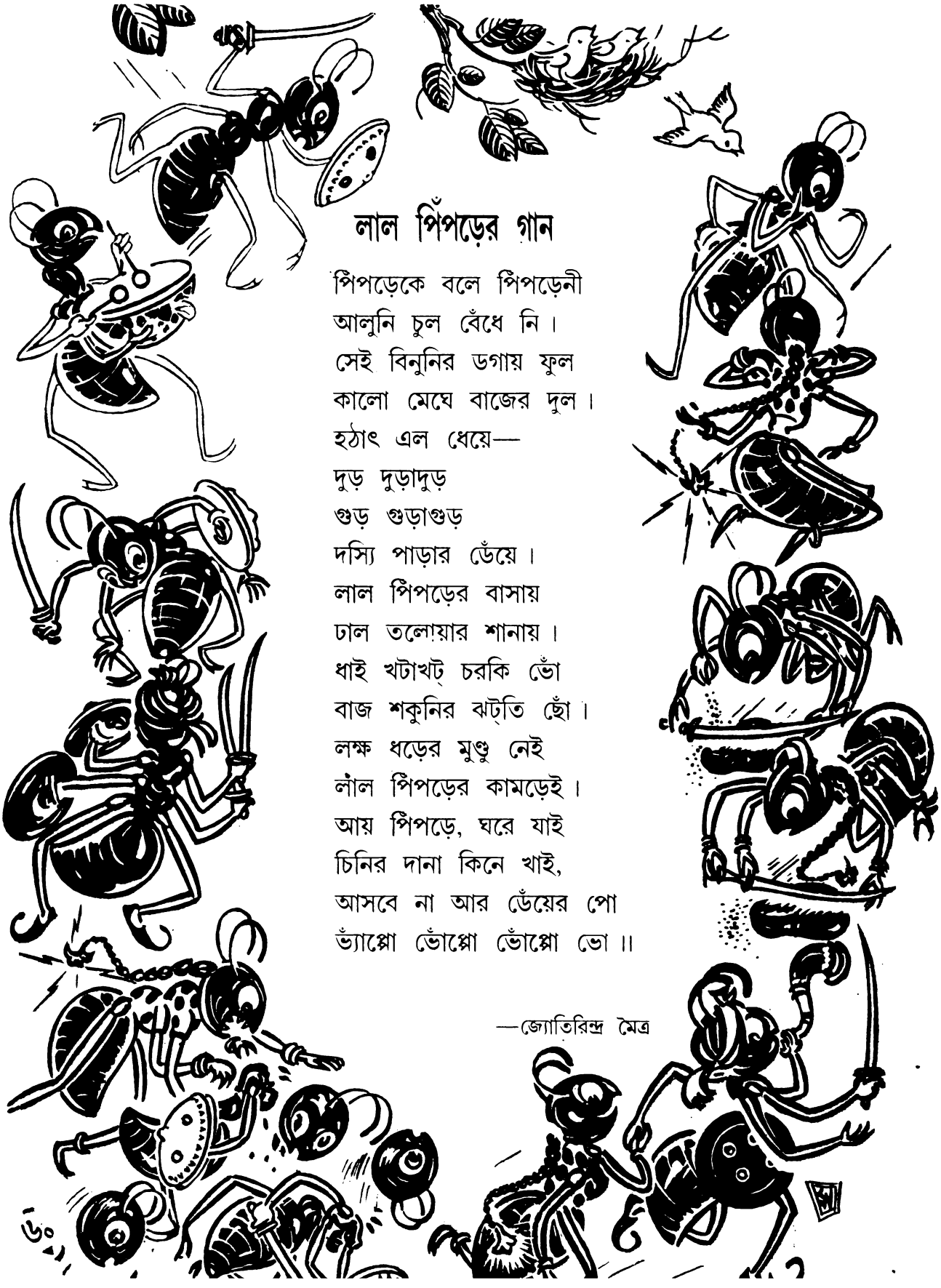

লাল পিঁপড়ের গান

পিঁপড়েকে বলে পিঁপড়েনী
আলুনি চুল বেঁধে নি।
সেই বিনুনির ডগায় ফুল
কালো মেঘে বাজের দুল।
হঠাৎ এল ধেয়ে—
দুড় দুড়াদুড়
গুড় গুড়াগুড়
দস্যি পাড়ার ডেঁয়ে।
লাল পিঁপড়ের বাসায়
ঢাল তলোয়ার শানায়।
ধাই খটাখট্ চরকি ভোঁ
বাজ শকুনির ঝট্তি ছোঁ।
লক্ষ ধড়ের মুণ্ডু নেই
লাল পিঁপড়ের কামড়েই।
আয় পিঁপড়ে, ঘরে যাই
চিনির দানা কিনে খাই,
আসবে না আর ডেঁয়ের পো
ভ্যাপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভো ॥

—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

মা ষষ্ঠী

মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে ষাট্-ষাট্-ষাট্ !
তোমার পায়ে গড় ক'রে মা—বসতে দেবো খাট !
বেড়াল-বাছা ষষ্ঠী মাগো—
ধনে-মানে সুখে রাখো
মোদের যতেক নাতনী-নাতি পাবে রাজ্যপাট—
ও জননী, কৃপা করো, ক্ষমো মোদের ঘাট্ !
মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে ষাট্-ষাট্-ষাট্ !

—স্বপনবুড়ো

ছড়া

ব্যাঙেদের সাত ভাই চলে ঠেলা-গাড়িতে
চলেছিল বিয়ে খেতে ফড়িঙের বাড়িতে।
বুড়ো ব্যাঙ ঠেলে গাড়ি থপ্ থপ্ পায়েতে
মোটা মোটা বুট পরা লাল কোট গায়েতে।
বিয়েবাড়ি গিয়ে দেখে ভারি মজা ভাইরে,
সবাই বসেছে খেতে কারু পাতা নাইরে !
বর-বউ পালিয়েছে কাঁচকলা দেখিয়ে—
একপাল হাঁস শুধু হাসে পেঁকপেঁকিয়ে।

—আশা দেবী

বাঘের গান

হালুম হালুম হুম্ !
ভেঙেছে মোর ঘুম।
বলো তো কি খাই ?
হরিণছানা চাই !
কিংবা বনের পাঁঠা—
নরম যাহার গা-টা।
এবার খাবার ধুম।
হালুম হালুম হুম্ ॥

—প্রভাত বসু

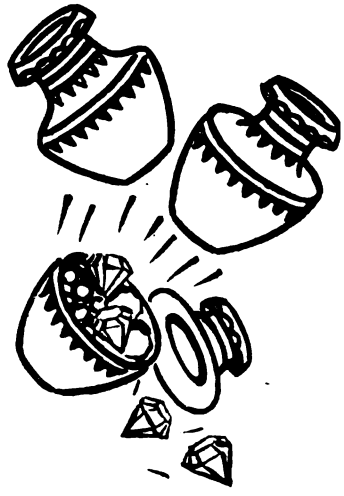

ছড় ছড়া ছড়া

ছড়া ছড়া ছড়া
সোনা-রূপোর ঘড়া।
ঘড়া গেল ভেঙে—
হীরে-মাণিক ভরা ॥

—প্রভাত বসু

আমার ছড়া

এক যে আছে হাতি
তার মাথায় ধরো ছাতি !
এক যে আছে বাঁদর
তার গলায় বাঁধো চাদর !
এক যে আছে পাখি
তারে খাঁচায় ধরে রাখি !
এক যে আছে খোকা
সে আমার মতই বোকা !

—পথিক বসু
(বয়স ৬ বৎসর)

Click Here For
More Books>